ান্তিবিজ্ঞান (Ae
লোচনা করা হ

্য বিভাগ
osophy)

Scanned with CamScanner

অতিক্রম ক'রে কেবল ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুস্বরূপকে অনুসন্ধান করে। দর্শনের এই বিভাগকেই বলা হয় Metaphysics বা অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা।

দর্শনের লক্ষ্য হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সত্যজ্ঞান আহরণ করা। সত্যকে জানতে হলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের **বাহ্যরূপ** ও **আন্তররূপের** মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। দার্শনিকগণ তাই বস্তুর দুটি রূপের উল্লেখ করেন। বস্তুর বাহ্যরূপ প্রত্যক্ষগোচর এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই বাহ্যরূপকে **অবভাস** (Appearance/Phenomenon) বলা হয়। বস্তুর অপর রূপটি তার আন্তররূপ, যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় এবং যা অপরিবর্তনীয়। বস্তুর এই দিকটি হল **বস্তুসত্তা** বা **বস্তুস্বরূপ** (Reality)।

শুধু দার্শনিকই নন, সাধারণ মানুষও অনেক সময় বস্তুর অবভাসিক রূপ ও তার স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করেন। দূর থেকে আমরা দুটি সমান্তরাল রেল-লাইনকে মিলিত হতে দেখি; জলে অর্ধ-নিমজ্জিত একটি সোজা ছড়িকে বাঁকা দেখি; ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীকে স্থির দেখি; দূর-দিগন্তকে মাটি স্পর্শ করতে দেখি। এ-সবই বস্তুর অবভাস বা বাহ্যরূপের প্রত্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে সমান্তরাল রেখা কখনও মিলিত হয় না, জলে নিমজ্জিত হলে সোজা ছড়ি বেঁকে যায় না, পৃথিবী কখনও নিশ্চল নয়, আকাশ কোথাও মাটি স্পর্শ করে না। দার্শনিকগণ অবভাস ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের এই পার্থক্যটি **অভিজ্ঞতার সর্বস্তরে** প্রসারিত করেন। দার্শনিকের কাছে অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই অবভাস। দার্শনিকের লক্ষ্য হল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অবভাসিক রূপটিকে উন্মোচন করে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসত্তাকে জানা। দর্শনের মুখ্য বিভাগরূপে অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার কাজ হল বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তুর আসল রূপ বা সত্তাকে জানা।

অধিবিদ্যার মূল প্রশ্ন হল—দৃশ্যমান এই জগতের অন্তরালে সত্তা কি? সত্তা কি স্বয়ংসিদ্ধ? জগতের অন্তরালে এমন কোন স্বনির্ভর ও স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা আছে কি? আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতিটি বস্তু পরনির্ভর—কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা কারণ, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা কার্য। ক নির্ভর করে খ-এর ওপর, আবার খ নির্ভর করে গ-এর ওপর। এভাবে প্রকৃতির সব কিছুই অন্যনির্ভর। যা অন্যনির্ভর তা পরমতত্ত্ব নয়। পরাবিদ্যা বা অধিবিদ্যা অবভাসিক বিশ্ব-প্রকৃতির আবরণ সরিয়ে দিয়ে সেই স্বয়ংসিদ্ধ পরমতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চায়। পরাবিদ-এর প্রশ্ন হল—জড় কি? চেতন কি? জড় ও চেতনের মধ্যে কোন্‌টি বেশি মৌলিক? জড় ও চেতনের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি? আত্মা কি? আত্মা কি নিছক চেতনা-প্রবাহ, না তার অতিরিক্ত কিছু? আত্মা কি অবিনশ্বর? জগতের কি আদি আছে, না অনাদি? ঈশ্বর কি আছেন? থাকলে তাঁর স্বরূপ কি? দেশ, কাল, কার্য, কারণের কি মনের বাইরেও অস্তিত্ব আছে? মূল্য কি? মূল্য কি ব্যক্তিনিষ্ঠ, না বিষয়নিষ্ঠ?—এসব প্রশ্ন অধিবিদ্যার মূল প্রশ্ন।

প্রাচীন দর্শনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে, অধিবিদ্যক বা পরাতাত্ত্বিক আলোচনাই ছিল দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্যের উপনিষদে ব্রহ্মকেই একমাত্র সদ্‌বস্তু বলা হয়েছে এবং রূপময় জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা হল—'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা'; মানবজীবনের পরমার্থ হল—মায়াময় জগতের অন্তরালবর্তী পরমসদ্‌বস্তু যে ব্রহ্ম তাকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। প্রাচীন গ্রীক দর্শনেও পরাতাত্ত্বিক আলোচনাই ছিল দর্শনের

Scanned with CamScanner

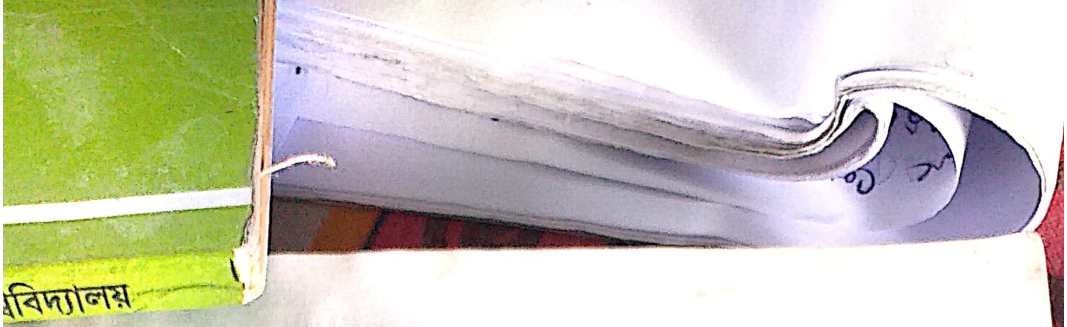

মুখ্য বিষয়। প্লেটো (Plato) তাঁর দর্শন-আলোচনাকে মূলত পরাতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বলা যায়, প্লেটোর মতে দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন। প্লেটো তাঁর দর্শনে দুটি জগতের উল্লেখ করেছেন—স্বয়ংসৎ **ধারণার** (Ideas) **জগৎ** এবং ধারণার প্রতিবিম্বস্বরূপ (Copy) আমাদের এই **বিশেষের** (Particulars) **জগৎ**। ধারণার জগৎ অতীন্দ্রিয়, বিশেষের জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ধারণার জগৎ দেশ-কালাতীত, শাশ্বত ও অপরিণামী; বিশেষের জগৎ দেশ-কালে স্থিত ও পরিবর্তনশীল। প্লেটোর মতে, দার্শনিকের প্রধান লক্ষ্য হল পরমসৎ ধারণার স্বরূপ নির্ণয় করা এবং সেইসব ধারণার স্বরূপ উপলব্ধি করে সমাজ জীবনকে পরিচালিত করা। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টটল্ (Aristotle) দুটি ভিন্ন জগতের উল্লেখ না করলেও একথা বলেছেন যে, দর্শনের মূল লক্ষ্য হল সত্তা বা সত্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করা। কাজেই, অ্যারিষ্টটলও প্লেটোর মতো দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্ন কল্পনা করেছেন।

আধুনিককালের অনেক দার্শনিকও, যেমন—স্পিনোজা (Spinoza), হেগেল (Hegel), ব্রাড্‌লি (Bradley) প্রমুখ দর্শনে অধিবিদ্যক আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজার মতে, আমাদের এই জড় জগৎ ও চেতন জগতের মূলে হল এক, অদ্বয়, নির্বিশেষ দ্রব্য (Substance) এবং দার্শনিকের অভীষ্ট হল সেই পরমতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেলও চরম সত্যকে 'বহুর মধ্যে এক' বলেছেন, এবং তাঁর মতে দার্শনিকের লক্ষ্য হল—দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির (Dialectical Method) মাধ্যমে সেই পরমসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লির মতে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ অবভাসিক (appearance), কেননা তা বিরোধ-সমন্বিত (involving contradiction)। সত্য বা সত্তা সকল বিরোধের ঊর্ধ্বে (above all contradictions)। দর্শনের লক্ষ্য হল এমন জ্ঞানে উন্নীত হওয়া যেখানে সব বিরোধের অবসান হয়। বর্তমান কালের ইংরেজ দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (S. Alexander)-ও দর্শন ও অধিবিদ্যাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেছেন।

সমালোচনা :

দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়। দর্শন কখনও নিছক তত্ত্বালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সত্তা ও তার অভিব্যক্তি দুটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিষয় নয়; অতীন্দ্রিয় জগৎ ও দৃশ্যমান জগৎ দুটি নিঃসম্পর্কিত জগৎ নয়। বস্তুর স্বরূপ ও তার বাহ্যপ্রকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করেই আসলরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই, **দর্শন কখনও পরিদৃশ্যমান জগতের আলোচনাকে উপেক্ষা করতে পারে না।** প্রিঙ্গল প্যাটিসন তাঁর ধর্মদর্শনে (Idea of God) যথার্থই বলেছেন যে—পরিদৃশ্যমান বিভিন্নতা জগৎকে স্বীকার করেই দার্শনিককে সেই বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক সত্তার অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎকে গ্রহণ করেই পরমসত্যের অনুসন্ধান করতে হবে।

আধিবিদ্যক আলোচনা দর্শনের মুখ্য বিষয় হলেও দর্শনের পরিধি অধিবিদ্যার পরি অপেক্ষা ব্যাপকতর। অধিবিদ্যক আলোচনাতেই দর্শন-আলোচনা নিঃশেষিত হয় **পরাবিদ্যা বা অধিবিদ্যা দর্শনের একটি অপরিহার্য শাখা মাত্র, সমগ্র দর্শন নয়।** দর্শনের অ দুটি অপরিহার্য শাখা হল জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ও মূল্যবিদ্যা (Axiolo

Scanned with CamScanner